সংবাদ পরিষেবা

আগস্ট ২০১৬

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

বাঘা সিদ্ধান্ত

২২/১১

২০২২ সালের মধ্যে ভারতে বাঘের সংখ্যা দ্বিগুণ হবে বলে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী জানিয়েছেন। বর্তমানে দেশের ১৭টি রাজ্যে ৪৯টি অভয়ারণ্যে ২২২৬ টি বাঘ রয়েছে। পৃথিবীর যে ১৩টি দেশে বাঘ দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে সবথেকে বেশি বাঘ রয়েছে ভারতে। বেশ কিছুদিন ধরে এদের সংরক্ষণে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার ফলে বাঘও বাড়ছে। রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ-এ ১৩টি দেশ মিলে বাঘ বাঁচানো এবং তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যা সেন্ট পিটার্সবার্গ রেজুল্যশন অন টাইগার কনজারভেশন নামে পরিচিত। এই সিদ্ধান্তের লক্ষ্য সব দেশগুলিই পূরণ করতে চলেছে।

ভারতে বেসাহারা খিদে

২২/১২

বিশ্ব ক্ষুধা সূচক অনুযায়ী ১০৪টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৫৫ তম। এই সূচক অনুযায়ী শ্রীলংকা এবং নেপালের স্থান যথাক্রমে ৩৯ ও ৪৪। এর অর্থ হল ওই দেশ দুটি ক্ষুধা দূরীকরণে আমাদের থেকে এগিয়ে রয়েছে। পৃথিবীর সব থেকে বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদক দেশ ভারত খাদ্যে সয়ম্ভর। তবুও সরকারি হিসেবে এখানকার ২৫ শতাংশ মানুষ রাতে না খেয়ে শুতে যায়। বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি চিনের ও আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলের দেশগুলির তুলনায় যথাক্রমে পাঁচ ও দুইগুণ বেশি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, খাদ্য নিরাপত্তা হল এমন একটা অবস্থা - যেখানে সমস্ত মানুষ আর্থিক দিক থেকে এবং বাস্তবিকভাবে পর্যাপ্ত, পুষ্টিকর এবং পছন্দ মত খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারবে, যা তাদের সক্রিয় এবং স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য একান্ত উপযোগী। সুষম খাদ্যের অভাব আর তার মধ্যে প্রয়োজনীয় পোষক পদার্থের অনুপস্থিতি, ধারাবাহিক অপুষ্টির সৃষ্টি করে বলে এই সংস্থা দাবি করে।

ছাদের বাগান

২২/১৩

শহরে থাকেন। এক চিলতে জায়গা রয়েছে ছাদে অথবা বাড়ির আশেপাশে। জৈব সবজি বাগান করুন। এখান থেকে আপনার পরিবারের প্রয়োজনীয় সবজি পেয়ে যাবেন। অর্গানিক কেরালা ট্রাস্ট এমনই কিছু বাগানের নকশা তৈরি করেছে। তারা কেরালার বিভিন্ন শহরবাসীদের সবজি বাগান করার জন্য সহায়তা করছে। তাদের বক্তব্য, ৬০০ বর্গফুট জায়গা থেকে বছরে ৩৫০ থেকে ৫০০ কেজি অবধি সবজি পাওয়া যায়। এইসব বাগানে চাষ হচ্ছে, বিন, বরবটি, শশা, কুঁদরি, শাকপাতা, লঙ্কা, টমেটো, ঢেঁড়শ, বেগুন, ওল ইত্যাদি। সম্প্রতি তারা কোচির থিক্কাকারা মিউনিসিপ্যাল কো-অপারেটিভ হাসপাতালের ছাদে সবজি বাগান করেছে। এই বাগান পূরণ করছে রোগীদের পুষ্টিকর সবজির চাহিদা। কলকাতার ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার বেশ কয়েকজন যুবককে শহরে জৈব সবজি বাগান করার জন্য প্রশিক্ষিত করছে।

মহিলা চাষি বাড়ছে

২২/১৪

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী দেশের সমগ্র মহিলা কর্মীদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ কৃষিকাজে যুক্ত। আর মোট ১১ কোটি ৮৭ লক্ষ চাষিদের মধ্যে ৩০.৩ শতাংশ মহিলা। এছাড়া ১৪ কোটি ৪৩ লক্ষ খেত মজুরদের ৪২.৬ শতাংশ মহিলা রয়েছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রায় ১০ কোটি মহিলা কৃষিক্ষেত্রে কাজ করে। এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এখন মহিলা চাষিদের জন্য নানা প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করছে। এগুলি হল -

- কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে চলা রাজ্যের কৃষি প্রসার কর্মসূচির ৩০ শতাংশ অর্থ মহিলা চাষি এবং মহিলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে খরচ
- ব্লক, জেলা এবং রাজ্যস্তরে যে কৃষি পরামর্শদাতা কমিটি রয়েছে সেখানে মহিলা প্রতিনিধি রাখা
- বিভিন্ন সহভাগী কৃষি পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে মহিলা চাষিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- বীজ গ্রাম প্রকল্পের মধ্যে মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ
- বর্তমানে ২৮টি রাজ্যে ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি মিশনের কাজ চলছে। এই মিশনের ৩০ শতাংশ টাকা বরাদ্দ করতে হবে মহিলা চাষিদের জন্য। এছাড়া মহিলা চাষিদের প্রশিক্ষণের কাজেও এই মিশনে অর্থ বরাদ্দ। ন্যাশনাল মিশন অন অয়েল সিড অ্যান্ড অয়েল পামেও মহিলা চাষিদের জন্য ৩০ শতাংশ টাকা বরাদ্দ
- মহিলাদের পরিশ্রম লাঘবকারী ৩১টি প্রযুক্তির প্রসার করছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকারচারাল রিসার্চ। এছাড়া মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্য করা হচ্ছে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার জন্য
- মহিলাদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির জন্য ন্যাশনাল হর্টিকালচার মিশনের আওতায় মহিলাদের যে স্বনির্ভর দল তৈরি হয়েছে, তাদের জন্য কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও প্রযুক্তিগত সহায়তা করা
- ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ৬৪৫টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। এর উদ্দেশ্য হল কৃষি প্রযুক্তি, সামগ্রী এবং প্রদর্শন ক্ষেত্রের মূল্যায়ন এবং তাদের প্রসার কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ। নেটওয়ার্কের এই কর্মসূচি যেমন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা, কৃষি যন্ত্রপাতি, মাশরুম, রেশম চাষ, কেঁচো সার, পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে মহিলা চাষিরাও উপকৃত হচ্ছে
- সুসংহত খামার এবং কীট নিয়ন্ত্রণ, মাছচাষ ও পশুপালন, কৃষিতে শ্রমের পরিমাণ কমানো ইত্যাদি কাজও দেখছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চের সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট ফর উওমেন ইন এগ্রিকালচার। এদের মূল কাজ হল সহভাগী পরিকল্পনার মাধ্যমে ওপরের কাজগুলির পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং প্রয়োগ। মহিলাদের কৃষিকাজে অংশগ্রহণ বাড়ছে ফলে তাদের কাজে সঙ্গে সম্পর্কীত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণার সুযোগও বাড়ছে। এজন্য এই ইন্সটিটিউট নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করছে যাতে ভবিষ্যতে তারা উপকৃত হয়
- মহিলা কিষান স্বশক্তিকরণ পরিযোজনা কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দফতরের প্রকল্পটি। ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশনের আওতাধীন এই প্রকল্পটি লক্ষ্য হল, মহিলা চাষিদের ক্ষমতায়ন। এই প্রকল্পে কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে মহিলা চাষিদের জীবন-জীবিকার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনামাফিক আর্থিক বিনিয়োগ করা হয়, তাদের বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য

খাদ্যের অপচয় এবং জলবায়ু বদল

২২/১৫

ভারতে কৃষি থেকে নির্গত হয় ১৮ শতাংশ গ্রিন হাউস গ্যাস। ২০১০ সালে হওয়া সরকারের এক সমীক্ষায় একথা জানা গেছে বলে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী অনিল মাধব দাভে লোকসভায় একথা বলেন। এই গ্যাসগুলির মধ্যে প্রধান হল মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড। কৃষি হল আমাদের খাদ্যের প্রধান উৎস। সেই কারণেই খাদ্যের ব্যবহার, সরবরাহ এবং সুস্থায়ী জীবনযাত্রার প্রসার জলবায়ু বদলকে রোধ করতে পারে। শুধুমাত্র খাদ্যের অপচয় রোধ করতে পারলে জলবায়ু বদলের ক্ষেত্র একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হতে পারে। এখন ভারতে বছরে ৪০ শতাংশ খাদ্য নষ্ট হয়। এই খাদ্যের গড় মূল্য ৫০ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

কৃষি রসায়নিকের ব্যবসা ও ভয় বাড়ছে

২২/১৬

ভারতের কৃষি রসায়ন শিল্প ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে দেশে ৪.৪ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করেছে। ভারতীয় টাকায় এর পরিমাণ ২৯৩৫২.৩৮ কোটি টাকা। এই ব্যবসা প্রতিবছর ৬.৫ শতাংশ হারে বাড়ছে। টাটা স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ এবং ফিকি'র যৌথ উদ্যোগে করা একটি রিপোর্টে এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২০-২১ আর্থিক বছরে যার ব্যবসা গিয়ে দাঁড়াবে ৬.৩ বিলিয়ন ডলার বা ৪২০৩৫.১৫ কোটি টাকা। রিপোর্টের নাম নেক্সট জেনারেশন ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার-রোল অব ক্রপ প্রোটেকশন সল্যুশন। রিপোর্টটি প্রকাশ করেছেন, সংসদের কৃষি ও কৃষক সহায়তা স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হুকুম নারায়ণ যাদব।

সুখের কথা কৃষি রাসায়নিকের ব্যবসা বাড়ছে। এতে আর্থিক বৃদ্ধি হবে। কিন্তু এই রাসায়নিকের জন্য মানুষসহ অন্যান্য জীবকূল, জলবায়ু এবং পরিবেশের যে ক্ষতি হচ্ছে তার কী হবে? সরকার অনেক লম্বা চওড়া ভাষণ দিচ্ছে পরিবেশ, জীববৈচিত্র, মানুষের স্বার্থ, জলবায়ু বদল রোধের জন্য। সেসব ভাষণের কী হবে ? জৈবচাষ, জলবায়ু বদল, প্রকৃতিমুখী চাষ নিয়ে যেসব মিশন তৈরি হচ্ছে তা কী শুধু খুড়োর কলের মতো ঝোলানো রয়েছে! তবে আসল উদ্দেশ্য অন্য কিছু?

নাক রইল

২২/১৭

মানুষের নাকে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। এইসব ব্যাকটেরিয়ার ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে নতুন এক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। নেচার পত্রিকায় এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এই অ্যান্টিবায়োটিক থেকে তৈরি ওষুধ 'লজুডুনিন' মানুষের শরীরে শক্তিশালী ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে। এসব নিয়ে গবেষণা করছেন জার্মানির তুবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা।

বিশ্বে সর্বশেষ অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধটি আবিস্কৃত হয়েছিল ১৯৮০ সালে। এখনো অবধি প্রায় সব অ্যান্টিবায়োটিকই মাটিতে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া থেকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা যায়, এই প্রথম মানবদেহের থেকে ব্যাকটেরিয়া নিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হল। সাম্প্রতিক সময়ে অনেক বেশি সংখ্যক রোগের জীবাণু অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। সবাই এর থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজছেন। এরই প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের নাকে অণুজীব বেশ কিছু জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় বা ধ্বংস করতে পারে।

দুধে হলুদ

২২/১৮

রান্নার অন্যতম একটি উপাদান হল হলুদ। ভারতসহ এশিয়ার প্রায় দেশেই খাবারের সুন্দর রং ও স্বাদ বৃদ্ধিতে হলুদ ব্যবহার করা হয়। শুধু স্বাদ বৃদ্ধিতে নয়, উত্তর ভারতে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে দুধে হলুদ মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়। এই হলুদ দুধ ওষুধ হিসেবেও ব্যবহার হয় এদেশে।

হলুদে বেশ কিছু পুষ্টি উপাদান যেমন প্রোটিন, খাদ্যআঁশ, নায়াসিন, ভিটামিন সি, ই, কে, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, কপার, ম্যাগনেসিয়াম এবং জিংক রয়েছে। যা দেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বিভিন্ন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। আর তাই দুধের সাথে হলুদ মেশালে এর স্বাস্থ্যগুণ বেড়ে যায় অনেকটাই। হলুদ প্রস্টেট, কোলন, স্তন ক্যান্সার ছাড়াও টি-সেল লিউকেমিয়া প্রতিরোধ করে।

বলা হয়, ঘুমোতে যাওয়ার আগে দুধে হলুদ মিশিয়ে খেলে অনিদ্রা দূর হয়। কারণ এই দুধ দেহে অ্যামাইনো অ্যাসিড, ট্রিপটোফেন তৈরি করে যা ভাল ঘুম হতে সাহায্য করে। হলুদ দুধ রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা ঠিক রেখে টাইপ ২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করে। কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। এই দুধ দীর্ঘমেয়াদী কাশি, সর্দি, ঠান্ডা দূর করতে কার্যকর। এর অ্যান্টিসেপটিক উপাদান গলা ব্যথা, কাশি, কফ দূর করতে সাহায্য করে। হলুদ দুধ বদহজম ও ডায়ারিয়া কমাতে সাহায্য করে। তবে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই লো-ফ্যাট দুধ ব্যবহার করতে হবে কারণ হাই ফ্যাট দুধ ডায়ারিয়া বাড়িয়ে দেয়। হলুদ দুধ তৈরি করতে এক গ্লাস দুধে এক চিমটি হলুদের গুঁড়ো দিয়ে ১০-১৫ মিনিট অল্প আঁচে জ্বাল দিতে হবে। এর সাথে পরিমাণ মতো গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে নিতে পারেন স্বাদের জন্য।

পুর্নমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

মুম্বাইয়ে ম্যানগ্রোভ

মেগাসিটি মুম্বাইতে দু'কোটির বেশি মানুষ থাকেন। তাদের অর্ধেকের বেশি থাকেন বস্তিতে। এগুলি আমরা জানি। কিন্তু এটা কি জানি, মুম্বাইতে অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যও দেখতে পাওয়া যায়। থানে ক্রিকে প্রতিবছর ত্রিশ হাজারের বেশি ফ্লেমিঙ্গো পাখি আসে উত্তরের গুজরাত থেকে। কিছু পাখি আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকেও।

আমরা জানি বাদাবন বা ম্যানগ্রোভ বন দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন, ওড়িশার ভিতর কণিকা, কৃষ্ণা ও গোদাবরী খাঁড়িতে। কিন্তু এই থানে ক্রিকে খাঁড়ির উত্তর দিকটাও গতবছর থেকে সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের কোনো কমতি নেই। শুধুমাত্র নৌকা করে এখানে আসা যায়। থানে ক্রিকের ম্যানগ্রোভ বনে নানা ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে। খাদ্যের কোনো অভাব নেই। ফ্লেমিঙ্গোরা যে অ্যালগি বা শ্যাওলা খায়, তা জন্মায় খাঁড়ির কাদায়। কাদার মধ্যে অনেক ঝিনুক, শামুক, কাঁকড়া লুকিয়ে থাকে। তাও খায় ফ্লেমিঙ্গোরা। বহু মাছ ও কাঁকড়া ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ডিম পাড়ে।

তবে সবটাই খুব সুন্দর নয়। শৌচাগার আর নিকাশীর অভাবে মুম্বাই শহরে ময়লা জল সরাসরি সাগরে গিয়ে পড়ে, যেমন পড়ে প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য। তার ফলে ম্যানগ্রোভের শ্বাসমূল বুজে আসে। পরিবেশ দূষণই একমাত্র বিপদ নয়। গোটা মুম্বাই জুড়ে বেআইনি বসতি একটা বড় সমস্যা। কোথাও কোথাও নতুন বস্তি তৈরির জন্য ম্যানগ্রোভ বন কেটে ফেলা হয়েছে।

ন তু ন | ব ই

■■

পাঁচ সবজি বীজের কুলুজি। পাঁচে পঞ্চবাণ। পাতা থেকে পাতায়, পাঁচ সবজির ২৭ জাত। ৪ শাক, ৫ লংকা, ৫ কুমড়ো, ৬ শিম ও ৭ বেগুন। এক-একটা পাতা ধরে এক-একটা সবজি, ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায়। সবজি ধরে ধরে বোনার সময়-পদ্ধতি, বীজ ও উৎপাদনের হার, সহ্যক্ষমতা ও ফসল তোলার সময় একেবারে বিস্তারিত। শেষ পাতায় আবার এইসব বীজ পাওয়ার হালহদিস।

দেশজ বীজ পুস্তকমালার ধারাবাহিক প্রকাশনায় এটি প্রথম বই।

■■

৭/৪.২ সাইজ ।। সিনরমাস আর্ট পেপার।। ২৮ পাতা ।। ৪০ টাকা

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু